



205907 - যবে নারী দুইজন শিশুকবে দুধ পান করান এবং রণোযা রাখলে সন্তানদবে স্বাস্থ্যহানরি আশংকা করনে

প্রশ্ন

আমার জমজ বাচ্চা আছে। তাদবে বয়স পাঁচ মাস। আমার বুকবে দুধ কম হওয়ায় শুধু বুকবে দুধে তাদবে খাদ্য হয় না। পাশাপাশি তারা কৃত্রিম দুধও খায়। কনিতু আমি আশংকা করছি, রণোযা রাখলে আমার দুধ আরও কমবে যাবে। এতবে করে আমি তাদবেকে দুধ খাওয়াতবে পারব না। ফলে এ অল্প বয়সহে তারা বুকবে দুধ খাওয়া ছড়ে দবিবে। এমতাবস্থায়, আমার জন্যে রণোযা ভাঙগা কবি জায়বে হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ।

এক:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকে সাব্যস্ত হয়ছে যবে, তিনি বলনে: “নশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুসাফরিবে উপর থকে অর্ধকে নামায শথিলি করছেন। এবং মুসাফরি, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর উপর থকে সাওম (রণোযা) বা সয়াম শথিলি করছেন।”[সুনানে আবু দাউদ (২৪০৮), সুনানে তরিমযি (৭১৫), সুনানে নাসাঈ (২২৭৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৬৭), আলবানি ‘সহহি আবু দাউদ’ গ্রন্থে ‘হাসান সহহি’ বলছেন]

যদও বাহ্যতঃ এই হাদসিটতিবে ‘গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী’-র ক্ষত্রেবে কোন শর্তারণেপ করা হয়নি, কনিতু হাদসিটির অর্থ শর্তযুক্ত। শর্তটি হিচ্ছে- যদি তারা নজিদেবে জীবন কথিবা সন্তানবে জীবনবে ব্যাপারে আশংকাবোধ করে।

সন্দি কিত্তক রচতি সুনানে ইবনে মাজাহ-এর হাশিয়াতবে (১/৫১২) এসছে: গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী: অর্থাৎ তারা উভয়বে যদি গর্ভস্থতি সন্তান কথিবা দুগ্ধপোষণ সন্তানবে ব্যাপারে আশংকা করনে কথিবা তাদবে নজিদেবে জীবনবে ব্যাপারে আশংকা করনে।[সমাপ্ত]

আল-জাসাস তাঁর ‘আহকামুল কুরআন’ গ্রন্থে (১/২৪৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবে বাণী: ‘নশ্চয় আল্লাহ



তাআলা মুসাফরিরে উপর থেকে অর্ধকে নামায শখিলি করছেন। এবং মুসাফরি, গর্ভবতী নারী, স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে সাওম (রোযা) বা সিয়াম শখিলি করছেন’ উল্লেখ করার পর বলেন: “এটা জ্ঞাত যে, তাদরে জন্য (অর্থাৎ গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী) এ শখিলিয়ান তাদরে জীবনরে উপর আশংকা কথিবা তাদরে সন্তানরে জীবনরে উপর আশংকার ক্ষতেরে প্রযোজ্য।”। তিনি অন্যত্র (১/২৫২) বলেন: “গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর ক্ষতেরে; হয়তো রোযা তাদরে নজিদেরে স্বাস্থ্যহানি করবে কথিবা তাদরে সন্তানরে স্বাস্থ্যহানি করবে। যটোই হোক না কনে তাদরে উভয়রে জন্য রোযা না-থাকা উত্তম। রোযা রাখা তাদরে জন্য নষিদিধ। আর যদি তাদরে স্বাস্থ্যহানি না করে কথিবা তাদরে সন্তানরে স্বাস্থ্যহানি না করে তাহলে তাদরে উপর রোযা রাখা ফরয। রোযা না-রাখা নাজায়যে।”[সমাপ্ত]

আলমেগণ তাদরে ভাষ্যগুলোতে এ শর্তটি উল্লেখ করছেন। বরং এ শর্তরে উপর আলমেগণরে ঐক্যমত বর্ণিত হয়েছে; যমেনটি ইতিপূর্ববে 66438 নং প্রশ্নতোতরে আমরা বসিতারতি বর্ণনা করছি।

এ আলোচনার প্রক্ষেপিতে বলব:

যদি রোযা রাখার কারণে আপন আপনার সন্তানরে স্বাস্থ্যহানি আশংকা করনে, যমেন- দুধ শুকয়িযে যাওয়া কথিবা দুধ এমন কমযে যাওয়া যাতে তাদরে ক্ষতি হবে সক্ষেতেরে আপন রোযা না-রাখতে কোন অসুবিধা নই। অনুরূপভাবে, আপন যদি নিজরে ব্যাপারে আশংকাবোধ করনে যে, আপন যদি রোযা রেখে দুধ খাওয়ান সক্ষেতেরে আপনার এমন কষ্ট হবে যা এমন ক্ষতেরে সম্ভাব্য কষ্টরে অধিক কথিবা আপনার স্বাস্থ্যহানি আশংকা করনে তাহলেও আপনার রোযা না-রাখতে কোন অসুবিধা নই।

আর যদি আপনার প্রবল ধারণা হয় যে, রোযা রাখার কারণে দুধে যে ঘাটতি হবে সেটো বাচ্চাদবয়রে প্রয়োজনীয় পরিমাণ দুধ পানরে উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফলেবে না সক্ষেতেরে রোযা না-রাখা বধৈ হবে না। বিশেষতঃ এ সামান্য ঘাটতি যদি ক্ত্রমি দুধরে মাধ্যমে পূরণ করা যায়।

ইমাম শাফয়ে-র ‘আল-উম্ম’ কতিবে (২/১১৩) এসছে: “গর্ভবতী নারী যদি নিজ সন্তানরে জীবনরে উপর আশংকা করনে তাহলে রোযা থাকবনে না। অনুরূপ বধিন স্তন্যদায়ী নারীর ক্ষতেরেও; যদি রোযা তার দুধরে উপর ব্যাপক ক্ষতি করনে। আর যদি ক্ষতিটি সীমতি হয় তাহলে রোযা ছাড়বনে না। রোযা সাধারণত রোগ বৃদ্ধি করে; কনিতু এটা সীমতি বৃদ্ধি। রোযা দুধে ঘাটতি করে; কনিতু সীমতি ঘাটতি। আর যদি রোগবৃদ্ধি ও দুধ-ঘাটতি ব্যাপকভাবে ঘটতে থাকে তাহলে তারা উভয়ে রোযা রাখবনে না।”[সমাপ্ত]

দুই:

যদি কোন স্তন্যদায়ী নারী নিজ সন্তানরে উপর আশংকা করে রোযা ভেঙ্গে থাকে তার উপর কী বর্তাবে এ নিয়ে আলমেগণ মতভেদে করছেন:

‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া আল-কুওয়াইতিয়া’ গ্রন্থে (৩২/৬৯) এসেছে:

“যদি তারা উভয়ে তাদরে সন্তানরে উপর আশংকা করে রোযা না রাখনে সে ব্যাপারে আলমেগণ মতভেদে করছেন। শাফয়েি মাযহাবরে প্রকাশ্য বক্তব্য, হাম্বলি মাযহাব ও মুজাহিদরে মতে, তাদরে উভয়কে কাযা পালন করতে হবে এবং প্রত্যকে দনি একজন মসিকীন খাওয়াতে হবে। যহেতে তারা উভয়ে আল্লাহর নমিনোকত বাণীর সাধারণ হুকুমরে অধীনে পড়ে: “আর যাদরে জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদরে কর্তব্য এর পরবর্ত্তে ফদিয়া দয়ো তথা একজন মসিকীনকে খাদ্য দান করা।” [সূরা বাকারা ২: ১৮৪] ইতপূর্ব্বে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণতি এ আয়াতরে তাফসরি উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে কুদামা বলেন: এ ধরণরে তাফসরি ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও বর্ণতি হয়েছে। সাহাবীদরে মাঝে তাঁদরে দুইজনরে সাথে ইখতলিফকারী কটে নই। তাছাড়া যহেতে শারীরকি অক্ষমতার কারণে এ রোযা না-রাখার বিষয়টি ঘটছে। তাই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তরি হুকুমরে ন্যায় কাফফারা আদায় করা ফরয হবে।

হানাফি মাযহাবরে আলমেগণ, আতা বনি আবী রাবাহ, হাসান, দাহ্‌হাক, নাখায়ি, সাঈদ বনি জুবাইর, যুহরি, রাবআ, আওয়ায়ি, ছাওরি, আবু উবাইদ, আবু ছাওর এবং শাফয়েি আলমেগণরে অপর এক মতে: উভয়রে উপর ফদিয়া ফরয হবে না; বরং তাদরে ফদিয়া দয়ো মুস্তাহাব হবে। দলিল হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণতি তিনি বলেন: “নশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুসাফরিরে উপর থেকে অর্ধকে নামায শথিলি করছেন। এবং মুসাফরি, গর্ভবতী নারী, স্তন্যদায়ী নারীর উপর থেকে সাওম (রোযা) বা সিয়াম শথিলি করছেন।”

আর মালকেি মাযহাব ও লাইছ এর মতানুযায়ী (এটি শাফয়েি মাযহাবরেও তৃতীয় একটি মত): গর্ভবতী নারী রোযা ভাঙবনে; পরবর্ত্তীতে কাযা পালন করবনে; তবে তাকে কোন ফদিয়া দতি হবে না। আর স্তন্যদায়ী নারীও রোযা ভাঙবনে; পরবর্ত্তীতে কাযা পালন করবনে এবং ফদিয়া দবিনে। কেননা স্তন্যদায়ী নারী অন্য কারো মাধ্যমে তার সন্তানকে দুধ পান করাতো পারনে; যটো গর্ভবতী নারী পারনে না। তাছাড়া গর্ভস্থতি সন্তান গর্ভবতী নারীর সাথে একীভূত। তাই গর্ভরে সন্তানরে জন্য আশংকা তার কোন একটি অঙ্গরে জন্য আশংকার ন্যায়। তাই গর্ভবতী নারী তার নজিরে মধ্যস্থতি একটি কারণরে প্রক্‌ষতি রোযা ভেঙেছেন; এ ক্‌ষত্রে তনি অসুস্থ ব্যক্তরি মত। আর স্তন্যদায়ী নারী তার থেকে বচ্ছিন্ন একটি কারণরে প্রক্‌ষতি রোযা ভেঙেছেন; এজন্য তার উপর ফদিয়া ফরয হবে।

সলফে সালহেনিদরে কটে কটে যমেন- ইবনে উমর (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ বনি জুবাইর (রাঃ) এর অভিমত হচ্ছে- তারা উভয়ে রোযা ভাঙবনে এবং মসিকীন খাওয়াবনে। তাদরেকে কাযা রোযা পালন করতে হবে না [সমাপ্ত]

অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে- সঠিকি জ্ঞান আল্লাহর কাছে- তাদরেকে শুধু কাযা রোযা পালন করতে হবে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়: যদি গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারী শক্তিশালী ও কর্মঠ হওয়া সত্ত্বেও

কোন ওজর ছাড়া রোযা না রাখেন; যদিও রোযা রাখলে তাদের উপর শারীরিক কোন প্রভাব পড়বে না? জবাবে তিনি বলেন: কোন গর্ভবতী বা স্তন্যদায়ী নারীর জন্য ওজর ছাড়া রমযানরে দিনের বেলো রোযা না-রাখা জায়যে হবে না। যদি তারা ওজররে কারণে রোযা না-রাখেন তাহলে কাযা পালন করা তাদের উপর ফরয। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর কটে অসুস্থ থাকলে কথিবা সফরে থাকলে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।”[সূরা বাকারা ২:১৮৫] এ দুই শ্রণীর নারী অসুস্থ শ্রণীর আওতায় পড়ে।

আর যদি তাদের ওজর হয় যে, তাদের সন্তানরে উপর আশংকা; সক্ষেত্রে কোন কোন আলমেরে মতানুযায়ী তাদের উপর কাযা ফরয হওয়ার সাথে সাথে প্রতদিনেরে বদলে একজন মসিকীনকে দেশীয় খাদ্য যমেন- গম, চাল বা খজুর ইত্যাদি খাদ্য দান করা ফরয হবে। আর কোন কোন আলমেরে মতে, সর্বাবস্থায় তাদের উপর রোযার কাযা পালন ছাড়া আর কিছু ফরয নয়। কেননা খাবার খাওয়ানো ফরয হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর দলিল নহে। মূল অবস্থা হচ্চে: বান্দা দায়-দায়িত্ব মুক্ত থাকা; যতক্ষণ না দায়-দায়িত্বেরে পক্ষে কোন দলিল পাওয়া যায়। এটি ইমাম আবু হানফি (রহঃ) এর মাহাব এবং এটি শক্তিশালী অভিমত।”[ফাতাওয়াস সয়াম, পৃষ্ঠা-১৬১]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে আরও জিজ্ঞেসে করা হয় যে: যদি কোন গর্ভবতী নারী তার নিজ জীবনরে বা সন্তানরে জীবনরে আশংকা করে রোযা না রাখেন সক্ষেত্রে হুকুম কী?

জবাবে তিনি বলেন: এ প্রশ্নরে উত্তর হচ্চে-

গর্ভবতী নারীর দুইটি অবস্থা হতে পারে:

১। গর্ভবতী নারী কর্মঠ ও শক্তিশালী হওয়া। (রোযা রাখার দ্বারা) তার কোন কষ্ট না হওয়া এবং তার গর্ভস্থতি সন্তানরে উপর কোন প্রভাব না পড়া। এ নারীর উপর রোযা রাখা ফরয। কেননা রোযা বর্জন করার ক্ষেত্রে তার কোন ওজর নহে।

২। গর্ভবতী নারী রোযা রাখতে সক্ষম না হওয়া। গর্ভরে কাঠনিয়ের কারণে কথিবা শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে কথিবা অন্য কোন কারণে। এক্ষেত্রে তিনি রোযা রাখবেন না। বিশেষত: যদি তার গর্ভস্থতি সন্তানরে ক্ষতি হয় সক্ষেত্রে রোযা না রাখা তার উপর ফরযও হতে পারে। যদি তিনি রোযা না রাখেন সক্ষেত্রে তার বধিন অন্যসব লোকেরে মত যারা কোন ওজররে কারণে রোযা রাখতে পারেন না। তিনি যখন ঐ ওজর থেকে মুক্ত হবেন তখন রোযার কাযা পালন করা তার উপর ফরয। অর্থাৎ প্রসব করার পর ও নফাস থেকে পবতির হওয়ার পর কাযা পালন করা তার উপর ফরয। কনিত্ত, কখনও কখনও এক ওজর শেষে হয়ে অন্য ওজর দেখা দেয়। যমেন- গর্ভধারণ এর ওজর শেষে হওয়ার পর দুগ্ধপান করানোর ওজর। হতে পারে স্তন্যদায়ী নারী পানাহাররে মুখাপেক্ষী হবেন। বিশেষত: গ্রীষ্মরে লম্বা দিনগুলোতে, তীব্র গরমরে সময় স্তন্যদায়ী নারী তার সন্তানকে বুকেরে দুধ খাওয়ানোর স্বার্থে রোযা না থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা তাকে বলব: আপনি রোযা রাখবেন না। যখন আপনার ওজর শেষে হবে; তখন আপনার যতগুলো রোযা ভাঙা পড়ছে সবগুলো



রোগী কাযা করবনে।”।[ফাতাওয়াস সয়্যাম, পৃষ্ঠা- ১৬২]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

পক্ষান্তরে, গর্ভবতী নারী ও স্তন্যদায়ী নারীর ব্যাপারে আনাস বনি মালকি আল-কা’নাবিকর্তৃক বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি তাদের উভয়কে রোগী না রাখার অবকাশ দিয়েছেন। তাদেরকে তিনি মুসাফিরের বধিনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে করে জানা গলে যে, তারা উভয়ে মুসাফিরের মত রোগী না রেখে কাযা পালন করবনে। আলমেগণ উল্লেখ করেছেন যে, তাদের পক্ষে রোগী রাখা অসুস্থ ব্যক্তির মত কষ্টকর না হলে বা তাদের সন্তানকে ক্ষতি আশংকা না থাকলে তাদের রোগী ভাঙা জায়গে হবে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।”

আরও জানতে দেখুন: [50005](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।